লাভজনকভাবে

ক্ষুদ্র খামারে

ভেড়া পালন

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০২২

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে
সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

ভেড়া পালনের গুরুত্ব

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভেড়া পালন জনপ্রিয়। মাংস, উল ও দুধ উৎপাদনের জন্য ভেড়া পালন হয়ে থাকে। বড় বড় বাণিজ্যিক খামারের মাধ্যমে ভেড়া পালন সম্ভব। তাছাড়া পারিবারিক পর্যায়েও ভেড়া পালন সম্ভব। ভেড়ার মাংস অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সুস্বাদু।

ভেড়া পালনের বিশেষ দিকঃ ভেড়া শান্ত ও ছোট প্রাণী। ফলে এদের খাদ্য ও আবাসন জনিত বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি কম। ভেড়া মাংস, পশম, চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে। ভেড়া গরু ছাগলের সংগে মিশ্রভাবে পালন করা যায়। একটি ভেড়া সাধারণত বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়। পালনের জন্য ৭-১২ মাস বয়সী সুস্থ ভেড়া নির্বাচন করা উচিত। শারীরিক গঠনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ২ ধরনের ভেড়া দেখা যায়। যথাঃ একটি জাতের কান খুব ছোট ও লেজ খাট। অন্যটির কান মোটামুটি বড় ও লেজ মধ্যম আকৃতির। ভেড়ার মাংসে বিভিন্ন রকমের খনিজ লবন জিংক রয়েছে। ৪ আউন্স (১১৪ গ্রাম) ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে খনিজ লবনের প্রতিদিনের চাহিদার ৩৩% পূরণ হয়ে থাকে। জিংক শরীরের ক্ষত নিরাময় এবং টেস্টোস্টেরন এর মাত্রা স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভেড়ার মাংস আয়রন ও কপারের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। ৪ আউন্স (১১৪ গ্রাম) ভেড়ার মাংস গ্রহণ করলে আয়রনে প্রতিদিনের চাহিদার ১২% এবং কপারের ৭% পূরণ হয়ে থাকে

ভেড়ার জাত পরিচিতি

সারা বিশ্বে প্রায় ৯০০ জাতের ভেড়া পাওয়া যায়। দুধ, মাংস ও উল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়াকে তিনটি জাতে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- মাংস ও অধিক বাচ্চা উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত;
- উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত;
- দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত।

অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাতসমূহ সাধারণত শীত প্রধান দেশে দেখা যায়। তবে কিছু মাংস উৎপাদনশীল ভেড়ার জাত মরু অঞ্চলেও দেখা যায়। সাফ্ক, ডরসেট, হ্যাম্পসায়ার ইত্যাদি অধিক মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। প্রাপ্ত বয়স্ক এ সকল ভেড়ার ৯০-১৩৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মেরিনো, চিভয়েট, ব্লু-ডু মেইন, লিংকন জাতের ভেড়া অধিক উল ও মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা প্রতি বছরে ২-৬ কেজি পর্যন্ত উল উৎপাদন করতে পারে। আওয়াসী, ইস্ট ফ্রিজিয়ান ভেড়া দুধ উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত। এরা বছরের ২১০ দিনে ৩৫০-৭৫০ লিটার পর্যন্ত দুধ উৎপাদনে সক্ষম।

চিত্রঃ সাফ্ক জাতের ভেড়া

চিত্রঃ ডরসেট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ হ্যাম্পসায়ার জাতের ভেড়া

চিত্রঃ মেরিনো জাতের ভেড়া

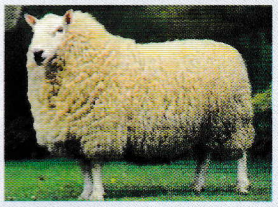

চিত্রঃ চিভয়েট জাতের ভেড়া

চিত্রঃ লিংকন জাতের ভেড়া

বাংলাদেশে প্রাপ্ত ভেড়া সমূহ জাত হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি না পেলেও এদের বিশেষ স্বকীয়তা রয়েছে। অঞ্চল ভেদে বাংলাদেশে মোট তিন ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়।

বরেন্দ্র অঞ্চলের ভেড়া ঃ রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর এলাকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ সরু ও ছোট, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ২২-৩০ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২৫ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ১-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে।

যমুনা অববাহিকার ভেড়া ঃ টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধাসহ যমুনা অববাহিকায় এধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এদের কান ছোট, লেজ তুলনামুলকভাবে একটু লম্বাটে, পেট ও পায়ে উল নেই, ভেড়া পেচানো শিং যুক্ত কিন্তু ভেড়ী শিং বিহীন। প্রাপ্ত বয়স্ক ভেড়ার ১৮-২৫ কেজি এবং ভেড়ি ১৫-২২ কেজি ওজন বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। এরা অত্যন্ত প্রজননক্ষম, সাধারনত ৫-৬ মাস বয়সেই প্রজননক্ষম হয়। বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতিবারই ২-৩ টি পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চলের ভেড়া ঃ বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের চরাঞ্চলে যেমন নোয়াখালী, পটুয়াখালী, ভোলা, হাতিয়া, লক্ষীপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ধরনের ভেড়া পাওয়া যায়। এরা লবণাক্ত স্যাঁত-স্যাঁতে চারণভূমিতে চরে অভ্যস্ত। এদের শিং পিছনে বাঁকানো কিন্তু পেচানো নয়।

তাছাড়া চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সুন্দরবন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গারল নামে একধরনের দেশীয় ভেড়া পাওয়া যায়। এদের লেজ তুলনামূলকভাবে লম্বা এবং তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।

বাংলাদেশে ভেড়া পালন পদ্ধতি

বাংলাদেশের জলবায়ু মূলত উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু উন্নত পশম উৎপাদন ও অধিক মাংস উৎপাদনশীল জাতের ভেড়া পালন উপযোগী নয়। একারণে এদেশের আবহাওয়াতে সহনশীল দেশীয় ভেড়ার খামার গড়ে উঠেছে। ভেড়া সহজেই বিভিন্ন আবহাওয়ায় সহনশীল হওয়ায় এবং এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অধিক হওয়ায় সম্ভবনাময় ভেড়া পালন এদেশের কিছু অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ভেড়া পালন পদ্ধতি বাংলাদেশের অঞ্চল ভেদে বা সামগ্রিক ভাবে ভিন্নতর। এসকল পালন/উৎপাদন পদ্ধতি কয়েক ভাবে ভাগ করা যায়। যথাঃ

- **আধা নিবিড় সাবসিস্টেন্স খামার:** এ পদ্ধতি সারাদেশেই দেখা যায়। খামারিগণ এককভাবে বা গরু-ছাগলের সাথে মিশ্রভাবে ২-৬ টি ভেড়া পালন করে। ভেড়া রাতের বেলা গরু-ছাগলের ঘরে অবস্থান করে এবং দিনের বেলা মাঠে, বাগানে রাস্তার ধারে চরে বা বেড়িবাঁধে পালন করা হয়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভূসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এসকল খামারে ইনব্রিডিং সমস্যা বেশী।
- **সম্পূর্ণ ছেড়ে পালা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক খামার:** এ পদ্ধতি অনেকটা আধানিবিড় সাবসিস্টেন্স পদ্ধতির মত। এক্ষেত্রে ১৫-৪০ টি ভেড়া বাণিজ্যিকভাবে পালন করা হয়। খামারিগণ দিনের বেলা ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে, বাগানে, রাস্তার ধারে চরায়। সকালে বা সন্ধ্যায় ভাতের মাড় এবং ভূসি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বছরে ১-২ বার পশম সংগ্রহ করা হয়। খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও রোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা গেলে এ পদ্ধতিতে ভেড়া উৎপাদন অধিক লাভজনক হতে পারে।
- **বরেন্দ্র এলাকার আধা নিবিড় বাণিজ্যিক খামার:** এধরণের খামার সাধারণত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল খামারিগন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ সকল খামারে সময়ভেদে ৫০-১৫০ ভেড়া প্রতিপালন করা হয়। এক্ষেত্রে ১-২ জন রাখাল ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা, ভেড়াকে চরানো ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত থাকে। আমন ও রবিশস্য কাটার পর ভেড়া মাঠে চরে বেড়ায় এবং ঝরা ধান, ছোলা, খেসারী ও নতুন গজানো ঘাস খায়। বর্ষাকালে জমিতে পানি জমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সবুজ ঘাস খায়। তাছাড়া বাগানে, ঝোপে, রাস্তার ধারেও ভেড়া চরানো হয়। এ পদ্ধতিতে পালিত ভেড়াকে খড় ও দানাদার খাদ্য প্রদান করা হয়। বছরে ৩-৪ বার পশম সংগ্রহ করা হয় যা সাধারণত নিম্নমাণের কম্বল তৈরীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- **সমন্বিত খামার:** এ পদ্ধতিতে গরু-ছাগল এর সাথে মিশ্রভাবে ভেড়া পালন করা হয়।
- **নিবিড় ভেড়া পালন ব্যবস্থা:** এ পদ্ধতিতে ভেড়া সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা হয়। ভেড়াকে প্রয়োজনীয় দানাদার খাদ্য, ঘাস ও পানি সরবরাহ করা হয়। ছোট খামারের ক্ষেত্রে মাঠ থেকে ঘাস কেটে সংগ্রহ করা হয় কিন্তু বড় খামারের ক্ষেত্রে ঘাস চাষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ পদ্ধতি লাভজনক ও সম্ভবনাময়। বর্তমানে দেশে এ পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়েছে যা বাস্তবায়ন করা গেলে ভেড়া পালনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব।

গর্ভবতী ভেড়ার যত্নঃ

- গর্ভাবস্থায় প্রথম পর্যায়ে ভেড়ীকে ২য় কোন ভেড়ার কাছে নেয়া যাবে না এবং কৃমিনাশক প্রদান করা যাবে না।
- গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে নরম বিছানা দিতে হবে।
- গর্ভবতী ভেড়ীকে আলাদা রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে গমের ভুষি, কাঁচা ঘাস, তিলের খৈল, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করতে হবে।

বাচ্চা ভেড়ার যত্ন ঃ

- বাচ্চা প্রসবের সময়ে গর্ভবতী ভেড়ীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আলো-বাতাস চলাচল করে এমন শুকনো পরিবেশে রাখতে হবে।
- বাচ্চার জন্মের পর মা ভেড়ী যাতে বাচ্চার শরীর চেটে পরিষ্কার করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। কেননা, এতে বাচ্চার শ্বাস-প্রশ্বাস শুরুর ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।
- পরিষ্কার সুতি কাপড় ব্যবহার করে বাচ্চার নাক ও মুখ পরিষ্কার করতে হবে। বাচ্চা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে শাল দুধ পান করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যাভাস ও খাদ্য উপাদন ও ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খাদ্যাভাস ঃ ভেড়া গরু-ছাগলের মতই মাঠে চরে লতাপাতা, ঘাস, গুল্ম, হে, খড়, সাইলেজ, দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেতে পছন্দ করে। এরা সহজেই নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয় এমনকি প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র খড় ও নাড়া খেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকে।

খাদ্য উপাদান ঃ ভেড়ার মূল খাদ্য উপাদান হলো সবুজ ঘাস। তাছাড়া এরা সবুজ ঘাস এর পাশাপাশি দানাদার খাদ্যও গ্রহণ করে থাকে।

ঘাস উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের অনেক এলাকায় গবাদিপ্রাণির ঘনত্বের তুলনায় চারণ ভূমির পরিমান কম থাকায় ঘাস উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাড়ির আঙ্গিনার আশে-পাশের পতিত জমি, রাস্তার পাশের অব্যবহৃত জমি এমনকি সমবায়ভিত্তিক জমিতেও ঘাস চাষ করা যেতে পারে। ঘাস চাষের ক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল জাতের ঘাস যেমন- নেপিয়ার, পারা, গিনি, জাম্বু জাতীয় ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া ইপিল-ইপিল, ধইঞ্চা, অড়হর জাতীয় গুল্মও ভেড়া খেয়ে থাকে।

দানাদার খাদ্য ঃ ভেড়াকে সাধারণত সবুজ ঘাসের পাশাপাশি খাদ্য হিসেবে গমের ভুষি, চালের কুড়া, মাসকলাই, খেসারী, মটর ইত্যাদির ভুষি এবং বিভিন্ন ধরনের খৈল, ফিসমিল বা মাছের গুড়া, খনিজ লবন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মিশ্রণ দানাদার খাদ্য হিসাবে সবরবরাহ করা হয়ে থাকে। দানাদার খাদ্য মিশ্রণের তালিকা টেবিলে দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া (৭-১৫মাস)	বয়স্ক ভেড়া (১৫ মাস+)
চাল/গম/ভূট্টা ভাঙ্গা	৩০	১৫	১০
ডালের গুড়া	৫	-	-
গমের ভুষি/চালের কুড়া	২৯	৪৫	৫০
মাসকলাই/খেসারী ডালের ভুষি	৫	১৫	১৫
খৈল (তিল/সয়াবিন/সরিষা)	২৫	২০	২০
শুটকি মাছের গুড়া/প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫	১	১
ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট/ঝিনুকের গুড়া	২	২	২
খনিজ লবন	১	১.৫	১.৫
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনা

ভেড়ার খামার লাভজনক ও টেকসই করতে হলে সঠিক পাঁঠা নির্বাচন, ভেড়ী নির্বাচন, প্রজনন বয়স নির্ধারন, পালে ভেড়ী ও পাঁঠার অনুপাত নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক পাঁঠা ভেড়া নির্বাচন ঃ সঠিক পাঁঠা নির্বাচন একটি ভেড়ার খামারের মৌলিক বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়া পাঁঠা নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রতি প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি পাঁঠা ভেড়া নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় পাঁঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে হবে।
- নির্বাচিত পাঠ অধিক উৎপাদনশীল বংশের হতে হবে। অর্থ্যাৎ তার মা, দাদী ও নানীর অধিক উৎপাদনশীলতার ইতিহাস ও উৎপাদিত বাচ্চাতে কম মৃত্যুর হার (৫% এর কম) থাকতে হবে।
- নির্বাচিত পাঁঠা প্রজণন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- ভেড়ার অন্ডকোষ সুগঠিত হতে হবে।

সঠিক ভেড়ী নির্বাচন ঃ বাণিজ্যিক খামারে সঠিক ভেড়ী নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সঠিক ভেড়ী নির্বাচন করা গেলে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, প্রজননে বাচ্চা উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়, উৎপাদিত বাচ্চা সুস্থ ও সবল হয় এবং খামারে বাচ্চা মৃত্যুর হার কম হয়। একটি ভেড়ী নির্বাচনে যে সকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় আনতে হয় তা হলোঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ী বয়স ৯-১৩ মাস হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী প্রজনন রোগসহ অন্যান্য সকল ধরণের রোগ মুক্ত হতে হবে।
- ওলান সুগঠিত, অধিক দুধ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন, বাঁট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।
- ভেড়ী গরম হওয়ার ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করানো জরুরী।

ভেড়ার বিভিন্ন প্রকার রোগ ও তার প্রতিকার

ভেড়া তুলনামূলকভাবে রোগ সহনশীল হলেও কিছু কিছু রোগ খামরের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

এনথ্রাক্স ঃ এনথ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস এনথ্রাসিস নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ জনিত রোগ।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মরে যেতে পারে। গায়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৫-১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে। মৃত্যুর পর নাক, মুখ, পায়খানা ও প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কালো জমাটবিহীন রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হতে পারে।

এন্টারোটক্সিমিয়া ঃ ভেড়াকে অধিক পরিমানে দানাদার খাদ্য প্রদান করলে ভেড়া লক্ষন প্রকাশের আগেই মারা যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই ভেড়া মারা যেতে পারে। ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে পা ছড়াছড়ি করে, গায়ের তাপমাত্রা কমে যায়। আক্রান্ত পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। পাতলা পায়খানা হয়। দুর্বল হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ প্রয়োজনীয় পরিমানের অধিক দানাদার খাদ্য সরবরাহ না করা। বিশেষত স্বাস্থ্যবান ভেড়াকে পরিমিত দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা।

ল্যাম্ব ডিসেন্ট্রি ঃ সাধারণত ১-৪ দিন বয়সি বাচ্চাতে বেশী দেখা যায় তবে ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগ হতে পারে। এ রোগে মৃত্যুর হার ২০-৩০%।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত কোন লক্ষণ প্রকাশের আগেই বাচ্চা ভেড়া মারা যেতে পারে। দুধ খাওয়া অবস্থায় ভেড়ার পেটে প্রচন্ড ব্যাথা হয় ফলে ভেড়া মাটিতে শুয়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বেড়ে যেতে পারে। আমাশয় হতেও পারে না ও হতে পারে। দুর্বল হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ মা ভেড়ার ওলান পরিষ্কার রাখতে হবে। বাচ্চা ভেড়ার বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। খামারের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জীব-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী।

টিটেনাস ঃ ভেড়ার বাচ্চাকে খাসীকরনের সময় টিটেনাস টক্সয়েড প্রদান না করলে সে ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশ ঘটে এবং রোগাক্রান্ত হয়। এরোগে মৃত্যুঝুঁকি প্রায় শতভাগ।

রোগের লক্ষণ ঃ সাধারণত আক্রান্ত ভেড়ার বিভিন্ন অংশের মাংশপেশী শক্ত হয়ে যায়। মাংসপেশীর খিচুনি, প্রস্রাব পায়খানা না হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া, ধীরে ধীরে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মওে যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ ক্যাসট্রেশন বা যেকোন অস্ত্রপাচার করার পূর্বেই টিটেনাস টক্সয়েড প্রদান করতে হবে।

ফুট রট ঃ সাধারণত পায়ের ক্ষুরার গোড়ায় পচন দেখা দেয়, দুর্গন্ধ হয়। এক্ষেত্রে ভেড়ার পা ৫% কপার সালফেট দ্রবণের সাহায্যে পরিষ্কার করে এন্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভাইরাস জনিত রোগ

ভেড়ার বসন্ত (শীপ পক্স) ঃ এ রোগে বাচ্চা ভেড়াতে মৃত্যু হার অনেক বেশী। এ রোগ সহজেই এক ভেড়া হতে অন্য ভেড়াতে ছড়ায়।

লক্ষণ ঃ বাচ্চা ভেড়াতে জ্বর, ঝিমুনী, নাক ও মুখ দিয়ে পানি পড়া। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশের আগেই মারা যেতে পারে। বয়স্ক ভেড়ার পায়ুপথ, দুধের বাটে, মুখ গহবরে, কানে গুটি উঠতে দেখা যায়।

পিপিআর ঃ এরোগে আক্রন্ত ভেড়াতে পাতলা পায়খানা, নাক দিয়ে তরল বের হওয়া, গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে ১০৬-১০৭ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উন্নীত হওয়া এবং শ্বাস কষ্ট দেখা দিতে পারে। চিকিৎসা প্রদান না করলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। টিকা প্রদানই এই রোগ প্রতিরোধের একমাত্র পথ।

ক্ষুরা রোগ ঃ আক্রান্ত ভেড়াকে প্রথমদিকে খুড়িয়ে হাটতে দেখা যায়। পরবর্তীতে মুখে, ডেন্টাল প্যাডে, ক্ষুরার মাঝখানে ফোসকা পড়তে দেখা যায়।

পরজীবিজনিত রোগ ঃ পরজীবিজনিত রোগ সমূহের মধ্যে কলিজা কৃমি, হেমনকোশিস, মেনজ (টিকস সংক্রমণ), উকুন, আঠালি ও প্রটোজোয়া সংক্রমণজনিত রোগ উল্লেখযোগ্য। এসকল রোগ নিয়ন্ত্রনে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা হলোঃ

- বছরে অন্তত ২ বার কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে।
- ভেড়াকে ০.৫% মেলাথিয়ন দ্রবণে ডিপিং করতে হবে অথবা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে সঠিক মাত্রায় চামড়ার নীচে আইভারমেকটিন ইনজেকশন করাতে হবে।
- প্রটোজোয়া জনিত রোগের ক্ষেত্রে ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ অনুসারে প্রয়েজনীয় চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনায় জীব নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধ

ভেড়ার রোগ ব্যবস্থাপনা ঃ ভেড়া প্রাকৃতিকভাবে সহজেই প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অধিক। এতদসত্ত্বেও ভেড়া প্রতিপালনে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো রোগ-ব্যাধি। রোগ ব্যবস্থাপনা জানতে হলে আগে সুস্থ ভেড়া চেনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জীব-নিরাপত্তা ঃ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কাঙ্খিত জীবে অনাকাঙ্খিত জীবানুর সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়, জীব-নিরাপত্তা বলতে সেই সকল কার্যক্রম গ্রহণকে বুঝায়। ভেড়ার খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হলোঃ

- শুকনো এবং আলো-বাতাসযুক্ত স্থানে ভেড়ার সংখ্যা অনুপাতে পর্যাপ্ত জায়গাসহ বাসস্থান তৈরী করতে হবে।
- ভেড়ার খামার বন্য প্রাণি বা অন্যান্য আক্রমনকারী প্রাণির হাত হতে সুরক্ষিত হতে হবে।
- খামারে অনুপ্রবেশ সংরক্ষিত হতে হবে।
- খামারের খাবার পাত্র, পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খামারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। বায়োগ্যাস প্লান্ট খামারের জীব-নিরাপত্তা উন্নয়নে এবং জ্বালানী সাশ্রয়ে ভূমিকা রাখবে।
- ভেড়াকে সঠিক সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত ভেড়াকে কোয়ারেনটাইন কক্ষে আলাদা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- কোন ভেড়ার মৃত্যু হলে তার সঠিক ডিসপোজাল ও ডিসইনফেকশন নিশ্চিত করতে হবে।
- নতুন ভেড়া খামারে সংযোজনের ক্ষেত্রে কোয়ারেনটাইন করে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করে অন্য ভেড়ার সাথে মিশতে দিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় টিকা প্রদান

খামারে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। কেননা, রোগ চিকিৎসা ব্যয়বহুল, কোন কোন রোগের নিশ্চিত চিকিৎসা নেই, চিকিৎসার মাধ্যমে রোগ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কাঙ্খিত উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখা কঠিন। তাছাড়া, রোগের কারণে মৃত্যু ঝুঁকি রয়েছে। ভেড়ার সকল রোগের টিকা পাওয়া যায় না। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহের (যে সকল রোগের মৃত্যু ঝুঁকি বেশী) টিকা পাওয়া যায়। এসকল রোগের বিরুদ্ধে সঠিক সময়ে টিকা প্রদান করা গেলে ভেড়ার মৃত্যুঝুঁকি রয়েছে এমন রোগ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই ভেড়ার বানিজ্যিক খামার করা সম্ভব।

ভেড়ার টিকা প্রদান কার্যক্রম ছকে প্রদান করা হলোঃ

রোগ	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৯ মাস	মন্তব্য
ক্ষুরা রোগ	১ম ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)			২য় ডোজ (ট্রাইভ্যালেন্ট)	
পিপিআর		১ম ডোজ			
পক্স			১ম ডোজ		

- একথাইমা রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩য় দিনে এবং ১০-১৪ তম দিনে পুনরায় প্রদান করা যেতে পারে।
- এন্টারোটক্সিমিয়া রোগের টিকা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬ মাস বয়সে প্রদান করা যেতে পারে।
- ক্ষুরা রোগের টিকা প্রতি ৬ মাস পর পর প্রদান করতে হবে।
- যেহেতু খামারের সকল ভেড়ার বয়স এক নয়, সে কারণে টিকা প্রদানের কর্মসূচি এক মাস পর্যন্ত আগ-পিছ করা যাবে।

প্রকাশনায়

উত্তরাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।